যুগান্তর

তারিখ ... 03 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩ ...

সৃজনশীলের অতিরিক্ত প্রশ্ন বাতিলের দাবিতে রোববার রাজধানীর শান্তিনগর মোড়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রীদের সড়ক অবরোধ যুগান্তর

সৃজনশীলে অতিরিক্ত প্রশ্ন

শিক্ষামন্ত্রীকে আলটিমেটাম

- ভিকারুননিসার ছাত্রীদের অবরোধে যানজট
- উসকানি দেয়া হচ্ছে— শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীলের অতিরিক্ত প্রশ্ন বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এই দাবিতে রোববার দুপুরে রাজধানীর শান্তিনগর মোড়ে প্রায় ৪ ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের কয়েকশ' শিক্ষার্থী। এদিকে এদিন দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত প্রশ্ন বাতিল ও আগের মানবণ্টন অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীকে একদিনের আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। তবে এ আন্দোলনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। রোববার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সমন্বয় সভাকে সামনে রেখে কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো নোটে মন্ত্রী অসন্তোষের কথা জানান। এতে মন্ত্রী গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

শিক্ষামন্ত্রীকে আলটিমেটাম

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নেয়ার আন্দোলনকে অযৌক্তিক আখ্যা দেন। তিনি বলেন, একটি মহলের ইন্ধনে সৃজনশীল প্রশ্নবিরোধী এবং দু-চারজন মেয়ের নেতৃত্বে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে আন্দোলন চলছে।

শিক্ষামন্ত্রীর ওই নোটে বলা হয়, 'সৃজনশীল ও এমসিকিউ প্রশ্ন নিয়ে কিছু লোকের উসকানিতে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে করণীয় ঠিক করতে হবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী যুগান্তরকে বলেন, '২০১৫ সালেই সৃজনশীল ও এমসিকিউ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষা হবে ২০১৭ সালে। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আন্দোলন উদ্দেশ্যপূর্ণ। আন্দোলনের পেছনে কারা আছে, তাদের আমরা খুঁজে বের করব।'

মন্ত্রী বলেন, 'যেসব বিশেষজ্ঞের পরামর্শে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তাদের পরামর্শ ছিল ধীরে ধীরে এমসিকিউ প্রশ্ন তুলে দেয়া। এর পরিবর্তে কিছু লিখতে হবে এমন প্রশ্ন চালুর পরামর্শ আছে। আমরা সেদিকে না গিয়ে এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমিয়েছি। এটা এ কারণে যে, এই পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'যেহেতু ১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হয়, তাই এমসিকিউতে কমানো ১০ নম্বর সৃজনশীল অংশে যোগ করা হয়েছে। এতে সময়ের কোনো হেরফের হবে না।'

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় একটি প্রশ্নপত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রশ্ন করা হয়। একটি অংশে সৃজনশীল, আরেকটি অংশে এমসিকিউ প্রশ্ন থাকে। এতদিন ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশের নম্বর ছিল ৬০। আর এমসিকিউ অংশে ছিল ৪০। এমসিকিউর জন্য সময় ছিল ৪০ মিনিট। এখন তা ৩০ মিনিট করা হয়েছে। ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারি এবং এইচএসসি পরীক্ষা ১ এপ্রিল শুরুর কথা রয়েছে।

ছাত্রীদের রাজপথ অবরোধ : পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ১২টার দিকে কয়েকশ' ছাত্রী আকস্মিক ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে বের হয়ে মিছিল নিয়ে শান্তিনগর চৌরাস্তায় যায়। সেখানে তারা প্রায় ৪ ঘণ্টা অবস্থান করে। পৌনে ৪টার দিকে শিক্ষক ও পুলিশের অনুরোধে ছাত্রীরা অবরোধ তুলে নেয়। এ অবরোধের কারণে কাকরাইল, মতিঝিল, গুলিস্তান, মগবাজার, রামপুরাসহ আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

কয়েকদিন ধরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা একই দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এর আগে শনিবার রাজধানীতে রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ করে ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আলটিমেটাম : বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, সৃজনশীলে অতিরিক্ত প্রশ্ন রাখার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে রোববার সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা সরকারি বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষার্থী জুবায়েদুল রাইয়ান সাকিব বলেন, আগের সৃজনশীল প্রশ্নে ছয়টি প্রশ্ন থাকত। সেখান থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে দিতে পারলেও ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর যথার্থ দেয়া যেত না। এখানে সময় মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য হল আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে ছয়টি প্রশ্ন লিখতে গিয়ে হাত ব্যথা হয়ে যায়, সেখানে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ধৈর্য থাকে না। ওই শিক্ষার্থী জানান, প্রতিটি বিষয়ে অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা অতি দ্রুত প্রত্যাহার করতে হবে। আমরা আগের মানবণ্টনে পরীক্ষা দিতে চাই।

আগের মানবণ্টন অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানিয়ে তারা বলেন, আগামী ৪ অক্টোবরের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী এ দাবি মেনে না নিলে আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে শনিবারের মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের নিন্দা জানানো হয়। উল্লেখ্য, ১৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনায় ছয়টি প্রশ্নের পরিবর্তে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে।